চতুষ্ক

সন্তোষ মুখোপাধ্যায়

শুকনো নদী— মাল্লার গান নেই
সহজ মাটি চোখে যে পড়ছে না—
সাদা কালোয় উড়ছে দিনলিপি
ডাঙার কাছে ময়ুর আঁকা বন।

কি অসরল কথার ঘরবাড়ি
মেঘের কিরণ অচ্ছ, নিরুদ্দেশ
অপরিচিত কোলাহলের কাছে
ও সনাতন গাছের সবুজ ধরো।

যে পথ যাচ্ছে ফিরছে নাতো গৃহে
গানের কাছে তখনও অন্বেষণ
কোথায় যেন জমছে কোনো ক্রোধ
তারপর ঝড়ের উৎক্রোশ।

তুচ্ছ আড়াল তবুও অনুদ্দেশ
বর্ষা থামছে—দুরে, কোনো টিলায়
মাটিতে তার জমছে কারুকথা
গাইছি তবু—'তুফান পেলে বাঁচি...

পটভূমি

বিশ্বজিৎ রায়

এইখানেই আমাদের বসবাসের কথা ছিল—
এই শুদ্ধ জল, এই শুদ্ধ মাটি শরীরে মেখে
তথাগত হওয়ার কথা ছিল আমাদের,
সেভাবেই আমরা তৈরি হচ্ছিলাম
যখন থেকে ভোরের আলো প্রথম জেগেছিল...

সাদা পাতার প্রস্তাব পাঠায়নি কেউ,
সংকেতও দেয়নি অনশ্বর হওয়ার—
শুধু দূর থেকে কারা যেন নিরীক্ষণে ছিল
আমাদের তন্ময়তা কতটা ক্ষণ পেরিয়ে ছিন্ন হয়...

বুভুক্ষু পটভূমি একদিন ডুবে গেল অস্থিরতায়
সমস্ত জল ও মাটি অশুদ্ধ হয়ে গেল
শোকে ও প্রত্যাখ্যান—
সেদিন থেকে বসবাসহীন এই জীবন
আমাদের বয়ে নিয়ে চলেছে
অপরিণামের দিকে, অপরিণতির দিকে...

প্রতিবাদ নেই

স্বাতী মুখোপাধ্যায়

একদিন এই উঠোনে চলাফেরা
করত অনেক দৃপ্ত কণ্ঠের মানুষ
তাদের কণ্ঠস্বরে উচ্চকিত হত মাঠঘাট
অঘ্রাণে নতুন চালের গন্ধ উঠতো বাতাসে
এখন রান্নাঘরে উনুন ভাঙা
উপরে আধপোড়া বিধ্বস্ত চালের ছাউনি
বাড়ীর বাসিন্দাদের অনেক কষ্টের ফসল
একটি পাকাঘর সর্বাঙ্গে
পোড়া দাগ নিয়ে ঋজু চেহারায় দাঁড়িয়ে
দরজা জানলা পুড়ে নিশ্চিহ্ন রূপ
এই ধ্বংসসীলার সাক্ষীরা বাঁচতে
কে কোথায় ছুটেছে জানে না কেউ
এক পেট ক্ষিদে নিয়ে পোষা কুকুরটা
উঠোনে কুন্ডলি পাকিয়ে শুয়ে
অপেক্ষায় কবে ফিরবে মানুষগুলো
বিকেল গড়িয়ে বিষণ্ণতার সন্ধ্যা আসে
আকাশে দেখা যায় প্রতিদিনের চাঁদ
জ্যোৎস্না ঢেলে দেয় যতখানি পারে
ঝাঁশঝাড়ে শন্‌শন্ হাওয়া ওঠে
হাওয়ায় হাওয়ায় কানাকানি চলে
প্রতিবাদ কই? প্রতিবাদ, প্রতিবাদ... ...